Population - The Ultimate Resource

অতীন্দ্রমোহন গুণ

Barun S. Mitra: Population-The Ultimate Resource, Liberty Institute, New Delhi, 200D... XXII

নয়াদিল্লির লিবার্টি ইনস্টিটিউট একটি আর্থ-সামাজিক গবেষণার প্রতিষ্ঠান। এর পরিচালক -মণ্ডলীর ভাষায়, মুক্ত সমাজের চার প্রাতিষ্ঠানিক স্তম্ভ-ব্যক্তিস্বাধীনতা, আইনের শাসন, সীমিত রাষ্ট্রিক খবরদারি ও খোলা বাজার- সম্বন্ধে সচেতনতা ও এদের মূল্যোপলব্ধি সঞ্চারের উদ্দেশ্য নিয়েই সংস্থাটি স্থাপিত হয়েছে। বৌদ্ধিক স্তরে এঁরা মুখ্যত মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী জুলিয়ান এল.সাইমনের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছেন।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পূর্ব স্তরে সাইমনের অধ্যয়নের মুখ্য বিষয় ছিল পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব। কিন্তু তারপর শিকাগোয় তিনি ব্যবসায়-প্রশাসনের ছাত্র হন এবং পরবর্তীকালে তিনি স্বদেশে ও বিদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও জনসংখ্যাশাস্ত্র বিষয়ে অধ্যাপনা-গবেষণা করেছেন। জীবনের শেষ পনোরো -ষোল বছর ম্যারিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ব্যবসায় -প্রশাসনের প্রফেসর ছিলেন। লিবার্টি ইনস্টিটিউট স্থাপনের পেছনে তাঁর প্রেরণা কাজ করেছে। ১৯৯৭ সালে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি কর্মশালায় তিনি যোগ দেন। কর্মশালায় তিনিই ছিলেন প্রধান বক্তা। সাইমন ১৯৯৮সালে দেহত্যাগ করেন। তাঁর স্মৃতিতেই তাঁর ভাবশিষ্যরা এই নিবন্ধ-সঙ্কলন প্রস্তুত করেছেন।

সঙ্কলনের সাতটি নিবন্ধের মধ্যে তিনটিরই লেখক সাইমন নিজে (এগুলি আগে অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছিল)। অন্য যাঁরা লিখেছেন তাঁরা হলেন পিটার বোয়ার, দীপক লাল, শৌভিক চক্রবর্ত্তী এবং নিকোলাস এবারস্টাট। এছাড়া একটি দীর্ঘ মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন সম্পাদক বণ মিত্র। পরিশিষ্টে সাইমনের একটি আত্মজীবনী-মূলক রচনা, তাঁর মুখ্য গবেষণাকার্যের বিবরণ ও রচিত গ্রন্থের তালিকা ও জীবনের প্রধান ঘটনাবলী সংযোজিত হয়েছে। জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ে প্রাথমিক কিছু পরিসংখ্যান পুস্তকের শেষাংশে সন্নিবেশিত হয়েছে।

যেহেতু জনসংখ্যা - সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব এবং পৃথিবীর নানাদেশের জনসংখ্যানীতি গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য, আমাদের আলোচনাও প্রধানত এসবের মধ্যে সীমিত রাখা যায়।

বিদ্বৎসমাজে জনসংখ্যা-সংক্রান্ত ভাবনা তিনটি প্রধান ধারায় প্রবাহিত হতে দেখা যায়। এর একটিকে বলা যায় ম্যালথুসীয় ধারা। ব্রিটিশ যাজক টমাস রবার্ট ম্যালথাস ১৭৯৮ সালে তাঁর গ্রন্থের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জনসংখ্যার তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, যৌন প্রবৃত্তির উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ-এর অভাবে পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়েই চলবে অনেকটা চক্রবৃদ্ধি হারে। কিন্তু পৃথিবীর সম্পদ , বিশেষ করে চাষের জমি, সীমিত আর তাই খাদ্যের উৎপাদন বাড়লেও বাড়বে অনেক মন্থর গতিতে। ফলে একটা সময় আসবে যখন খাদ্যের চাহিদা তার সরবরাহকে ছাড়িয়ে যাবে। সবশেষে মৃত্যুর প্রকোপে দুয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপিত হবে, ঠিক কথা। কিন্তু বহু দিন ধরে অনাহার, অপুষ্টি, ব্যাধি এবং তজ্জনিত কলহ-দ্বন্দ্ব মানব সমাজকে শোচনীয় অবস্থার মধ্যে ফেলে রাখবে।

দ্বিতীয় একটি মত হল, সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে জনসংখ্যার এই বল্গাহীন বৃদ্ধি রোধ করা যায়। এখানে জোর দেওয়া হয়েছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাদির উপর। জন্মনিরোধ-সংক্রান্ত তথ্যাদি দম্পতিদের গোচরে আনতে হবে, সীমিত সন্তান-সংখ্যার সপক্ষে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে হবে এবং, সবচেয়ে বড় কথা, এতৎসংক্রান্ত পন্থাগুলি দৈনন্দিন জীবনে গ্রহণে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

সমাজতন্ত্রীরা ছিলেন তৃতীয় এক মতের প্রবক্তা। মার্কস, লেনিন, মাও- দে-জঙ্রা বলতেন অসম, অন্যায় সমাজব্যবস্থার ক ারণেই জনসংখ্যা সম্পদ না হয়ে সমস্যা হযে দাঁড়িয়েছে। সমাজব্যবস্থার বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধিত হলে-- অর্থাৎ ধনতা ন্ত্রিক ব্যবস্থার বদলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হলে-- এ সমস্যা আপনা থেকেই দূরীভূত হবে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জননিয়ন্ত্রণের সচেতন প্রয়াস গ্রহণের এঁরা ছিলেন ঘোর বিরোধী। (পরবর্তীকালে অবশ্য চীনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হয়েছে। রাষ্ট্রিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে জনসংখ্যার উদ্দাম বৃদ্ধি রোধ করে অর্থনৈতিক স্বয়ংভরতা ও সমৃদ্ধির পথে চীন যে অনেকখানি এগিয়ে গেছে এ কথাটা অস্বীকার করার উপায় নেই।)

সাইমন ও তাঁর সহযোগীরা খানিক পরিমাণে পুরোনো সমাজতন্ত্রীদের অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করেন। তাঁরাও সম াজতন্ত্রীদের মতোই ম্যালথাসের নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবল বিরোধী। তাঁরাও মনে করেন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য র াষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনো সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন নেই। পৃথিবীর মানুষ নিজে থেকেই তাদের জীবন যাত্রার এমন পরিবর্তন সাধন করবে যে অতিরিক্ত জনসমষ্টির জন্য খাদ্য-বাসস্থান-শিক্ষা-স্বাস্থ্যপ্রযত্ন সহজভাবেই করা সম্ভব হবে। এঁদের মতবাদে জোর দেওয়া হয়েছে স্বাধীন সমাজ ও খোলাবাজার আর্থব্যবস্থার উপর। জনসংখ্যাকে একটা বড় বোঝা হিসাবে না দেখে এঁরা দেখেন সম্পদ হিসাবে পৃথিবীতে ম্যালথাস কল্পিত দুঃসময় আবির্ভাবের বিন্দুমাত্র লক্ষণ যে দেখা যাচ্ছে না তা থেকে এঁরা উৎসাহিত বোধ করেন।

গ্রন্থের মুখবন্ধেই সম্পাদক বণ মিত্র সাইমনপন্থীদের মৌল বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। জনসংখ্যা নিয়ে উৎকণ্ঠা অহৈতুক, কারণ মৃত্যু ও বঞ্চনা-- যা তার পূর্বসূরিদের নিয়ত সহচর ছিল- তা মানুষ জয় করতে সমর্থ হয়েছে। শিশুমৃত্যু হারের হ্রাস ঘটেছে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় মানুষের প্রত্যাশিত আয় দুগুণ-তিনগুণ হয়েছে এবং ফলস্বরূপ পৃথিবীর যত মানুষ জীবনকে উপভোগ করতে পারছে তাদের আনুপাতিক সংখ্যা পূর্বের সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু এ নিয়ে আনন্দ প্রক াশের পরিবর্তে একদল বিদ্দজ্জন বলে চলেছেন যে জনাধিক্য হেতু পৃথিবী ধবংসের কিনারায় পৌঁছে গেছে। অনেক পরিবেশ-বিজ্ঞানী আছেন যাঁরা বিরল প্রজাতির মধ্যে প্রজননহার বৃদ্ধি পেলে তাকে স্বাগত জানাবেন, কিন্তু মানুষের সংখ্য াবৃদ্ধিকে পরিবেশ ধবংসের লক্ষণ হিসাবে দেখবেন। এমনকী অনেক অর্থনীতিবদ্ সচরাচর ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধি বা অতিরিক্ত একটি গোবৎসের জন্মকে জাতীয় আয় বা স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপাদনের সদর্থক বৃদ্ধি বলে গণ্য করবেন কিন্তু একটি মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হলে স্থুল অর্ন্তদেশী উৎপাদনের উপর তার নঙর্থক অভিঘাত বিষয়ে উদ্বেগ দেখাবেন। তাঁরা ভুলে যান যে ঐ শিশুটি দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ বা আইনস্টাইন হয়ে উঠতে পারে.....

সম্পাদকের বক্তব্য, কয়েক শতক ধরে যে ম্যালথুসীয় তত্ত্ব বিদ্বৎসমাজের চিন্তাভাবনাকে হতাশাচ্ছন্ন করে রেখেছিল স াইমন সে তত্ত্বকে তার যথাযোগ্য স্থানে স্থাপন করেছেন। সাইমন মানুষকে যথার্থ সম্পদ হিসাবে দেখেছেন। তিনি এটাও বিশ্বাস করতেন যে মানুষের প্রতিভার স্ফুরণ ও ফলপ্সুতার জন্য প্রয়োজন অনুকুল আর্থ-রাজনৈতিক অবকাঠামো যা কঠোর পরিশ্রম দিতে ও ঝুঁকি নিতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে। এমন অবকাঠামোর মৌল বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধা, ন্য ায়সঙ্গত ও বিবেচনা প্রসুত বাজারের নিয়ম নীতি যা সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে ব্যক্তিস্ব াধীনতার প্রতিষ্ঠা। এমন কাঠামো যে সমাজে অনুপস্থিত সেখানে জনসংখ্যাবৃদ্ধির স্বল্পমেয়াদী লোকসান বেশি হবে আর দীর্ঘমেয়াদী লাভ হবে স্বল্পতর। এমন অবকাঠামোর বিকাশে সাইমন আগ্রহী ছিলেন; লিবার্টি ইনস্টিটিউটেরও এটাই অভীষ্ট।

প্রথম প্রবন্ধটিতে লেখক সাইমনের বক্তব্য, এটা ঠিক কথা যে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত কয়েক হাজার বছর ধরে পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়েছে অত্যন্ত মন্থর গতিতে। সে সময়ে খুবই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে মানুষ বাস করত। মৃত্যুর প্রকোপ ছিল বেশি; প্রাকৃতিক সম্পদের লভ্যতায় বিশেষ বৃদ্ধি লক্ষিত হয়নি। অল্প কিছু মানুষের বিত্ত বেড়েছে সে-সময়ে। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের পর থেকে মৃত্যুহারের হ্রাস ঘটায় জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছে। একইসময়ে সম্পদের লভ্যতাও দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিত্তের বৃদ্ধি ঘটেছে। পৃথিবীর অনেকাংশে পরিচ্ছন্ন ও মনোরম পরিবেশ গড়ে উঠেছে, যদিও দরিদ্র ও সমাজতান্ত্রিকদেশগুলিতে পরিবেশের শোচনীয় অবক্ষয় লক্ষিত হয়েছে। অর্থ
াৎ ম্যালথাসের ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যাত প্রতিপন্ন করে অধিকতর জনসংখ্যা ও অধিকতর বিত্তের সহাবস্থান ঘটেছে।

সাইমন কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান; প্রথমত, অকালমৃত্যুর প্রকোপকে মানুষ জয় করতে পেরেচে। দ্বিতীয়ত, অনেক সম্পদই অধিকতর মাত্রায় মানুষের নাগালের ভেতরে এসেছে। কারণ, যা কিছুই আমরা ক্রয় করি না কেন- কলম, শার্ট বা মোটর গাড়ির টায়ার- আমরা কম খরচে তৈরি করতে পারছি বিশেষত বিগত কয়েক দশক ধরে। বড় কথা, ভোগ্য পণ্যের তুলনায় প্রাকৃতিক সম্পদের মূল্য দ্রুত গতিতে কমছে। তৃতীয়ত, জনসংখ্যার উধর্বগতি সত্ত্বেও খ াদ্যসংস্থান সহজতর হয়েছে। অন্য ভোগ্যপণ্যের সঙ্গে তুলনা করলেও দেখা যায় খাদ্যসামগ্রীর দর নিম্নগামী। এটা সম্ভব হয়েছে জমি ও শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কারণে।

গোটা বারো মুখ্য পারিসংখ্যানিক গবেষণা কর্মের উল্লেখ করে তিনি বলছেন, এগুলি থেকে পরিষ্কার হয়েছে যে অর্থনৈতিক বিকাশ ও জনসংখ্যার বৃদ্ধি এ দুয়ের মধ্যে কোনো নঙর্থক সম্পর্ক নেই, বরং এমন সাক্ষ্যই মেলেযে জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে জীবনমানের উন্নতি ঘটে। হংকং ও সিঙ্গাপুর এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সাইমন এমন দাবি করেন না যে পৃথিবীর সবকিছুই ঠিকমতো চলছে এবং ভবিষ্যতেও সার্বিক সমৃদ্ধি বিরাজ করবে। তিনি শুধু বলেছেন যে প্রাসঙ্গিক যে সকল অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে তিনি চর্চা করেছেন তার প্রায় সবকটি ক্ষেত্রে উন্নতির প্রবণত াই লক্ষ করা যায়, অবনতির নয়। এমনটিও তিনি বলছেন না যে মানুষের কোন প্রয়াস ছাড়াউন্নততর ভবিষ্যতে পৌঁছানো যাবে। উন্নততর ভবিষ্যৎ আসবে বলে তিনি মনে করেন এই কারণে যে তিনি আশাতবাদী পৃথিবীর নরনারীর দৈহিক শ্রম ও মানসিক প্রয়াস অব্যাহত থাকবে এবং অতীতের মতোই ভবিষ্যতেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাদের সামনে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করার সুযোগ এনে দেবে।

ম্যালথুসীয় তত্ত্বে ধরা হযেছিল পৃথিবীর সম্পদের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকবে আর তাই অনটন বেড়েইচলবে। সাইমন এক বিকল্প তত্ত্বের প্রবক্তা; জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও আয়ের বৃদ্ধি ঘটায়। কিন্তু এর ফলে সুযোগ তৈরি হয়, মানুষ সমস্যা সমাধ ানে আগ্রহী হয়। আর মুক্ত সমাজ বিশেষে সমাধানে পৌঁছানোও সম্ভব হয়।

অর্থাৎ স্বল্পকালীন প্রেক্ষাপটে অধিকতর ভোক্তার সংখ্যার অর্থ স্থির পণ্যসমষ্টি অধিকতর মানুষের মধ্যে বন্টন করতে হয়, কিন্তু দীর্ঘ কালাংশে সম্পদ্ ভান্ডারের আয়তন বৃদ্ধির সুযোগ থাকে, তখন ম্যালথুসীয় তত্ত্ব আর কাজ করে না।

সাইমনের প্রধান বক্তব্য, সম্পদ ও জনসংখ্যার সুপরিচালনার উদ্দেশ্য একটি কেন্দ্রিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবেঃ দেখতে হবে প্রচলিত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় সরকারের জবরদস্তি থেকে ব্যক্তিমানুষকে মুক্ত রাখার কতটা সুযোগ রয়েছে। তিনি তুলনা করেছেন (সাবেক) পূর্ব ও পশ্চিম জার্মেনির মধ্যে, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে, চীনের মূল ভূখণ্ড ও তাই ওয়ানের মধ্যে। প্রতি ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির দেশগুলির বেলায় শুতে জনসংখ্যার চাপ ছিল স্ বল্পতর(বর্গকিলোমিটার প্রতি জনঘনত্বের বিচারে)। কিন্তু পরবর্তীকালে বাজার-অর্থনৈতিক দিকথেকে অনেক বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছে।

পিটার বোয়ারের প্রবন্ধেমূল কথাটা হল জনসংখ্যা নিয়ে দুশ্চিন্তা অযৌক্তিক। পশ্চিমী দুনিয়ায় জনসংখ্যা অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বেড়ে চারগুণেরও বেশি হয়েছে। আর এই উন্নয়নের কালে ঐসব দেশে জনসংখ্যা বেশ দ্রুতহারে বেড়েছে- প্রায় আমাদের কালের তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সমান হারে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সপক্ষে বলতে গিয়ে সাধারণত মাথা পিছু কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাসের কথাটা উল্লেখ করা হয়। বোয়ারের মত, এ-নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তিনি মনে করিয়ে দেন যে জমির উৎপাদনশীলতার পেছনে কাজ করে মুখ্যত মানবিকপ্রয়াসঃ শ্রম, বিনিয়োগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার। এটাও সত্য যে জমির উপাদান মূল্য , যার মধ্যে রয়েছে বিনিয়োগের ফলে প্রাপ্ত অর্থ, অধিকাংশ দেশের জাতীয় আয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। যেসব পশ্চিমী দেশের জন্য নির্ভর যোগ্য তথ্য পাওয়া যায তাদের প্রতিটির ক্ষেত্রে এই অংশটি আনুপাতিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। তাই জনসংখ্যার প্রশ্নে পচিমী দেশের ধ্যান ধারণা প্র াচ্যের দেশগুলির উপর চাপিয়ে দেওয়ার তিনি বিরোধী।

প্রখ্যাত উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ দীপক লাল তাঁর আলোচনায় ভারতীয় প্রেক্ষাপটটি বেছে নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, জনসংখ্যার বৃদ্ধি ভারতীয় আর্থ-ব্যবস্থার উপর কোনো প্রতিকূল অভিঘাত ফেলতে পারে নি। বিশেষ করে কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে এটা স্পষ্টঃ 'সবুজ বিপ্লবের' গোটা কয়েক রাজ্য বাদ দিলে ভারতে কৃষি-বিকাশের বেশির ভাগটা ঘটেছে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফল হিসেবেই।

শৌভিক চক্রবর্তীর প্রবন্ধটিতে জোর দেওয়া হয়েছে নগরায়ণের উপর। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যেমন নগরায়ণ ও সমৃদ্ধি ঘটতে পারে, অন্যদিকে আবার বৃহত্তর জনসমষ্টির সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতিকে আত্মস্থ করার জন্য নগরায়ণ ও মুক্তবাণিজ্য ব্যবস্থা উপযুক্ত হাতিয়ার। যেকোনো দেশের শহরাঞ্চল যে গ্রামাঞ্চলের তুলনায় সমৃদ্ধতর এ থেকে বোঝা যায় জনসংখ্যার বৃদ্ধি সমৃদ্ধি ঘটায়। নগরায়ণ হলে অল্পতর স্থলভাগ বৃহত্তর জনসমষ্টি স্থান দেওয়া যায়। এটা করলে সমৃদ্ধি দ্ধ হবে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। জাপানে অত্যুচ্চ জনঘনত্ব ও একই সঙ্গে সমৃদ্ধির মাত্রার দিকে তাকালে কথাটার যথার্থতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নিকোলাস এবাপরস্টাজের অভিযোগ, সক্রিয় জনসংখ্যানীতি রূপায়ণের পেছনে রাজনৈতিক মতবাদ কাজ করে। পৃথিবীর সামগ্রিক জনসমষ্টিতে ইয়োরোপীয় ককেশীয়দের অনুপাত যে হ্রাস পাচ্ছে এ ব্যাপারটাকেই ভয়ভাবনার আসল কারণ বলে তিনি দেখেছেন। জনসংখ্যা-সংক্রান্ত আলোচনায় ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তির পচ্ছন্দ-অপছন্দের উপর জোর দেওয়া হলেও আসলে ভবিষ্যতে পীত, বাদামী ও কালো মানুষদের শিশুরাই বেশি সংখ্যায় জন্ম নেবে এমন একটা সম্ভাবনাই শ্বেতাঙ্গদের সামনে বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা জনসংখ্যানীতি প্রণয়নের সময় মানবজীবনের অর্থনৈতিক মূল্য নিরূপণ করা হোক। একটি শিশুর বর্তমান মূল্য তার গোষ্ঠীর আয়তনের পরিবর্তনে কী ভাবে হ্রাস বা বৃদ্ধি পায় তাই বিচার করতে হবে।

জনসংখ্যার প্রশ্নে সাইমনপন্থীদের বক্তব্যে নূতনত্ব রয়েছে, তা অযৌক্তিক এমনও বলা যাবে না। মুক্তসমাজের পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও আমরা কিন্তু পুরোপুরি সাইমনপন্থীদের সঙ্গে একমত হতে পারি না। তাঁরা নিজেরাই বলছেন যে সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ সাধনে নাগরিকদের সক্রিয় প্রয়াসের প্রয়োজন আছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি তো সে প্রয়াসেরই অংশ। কথাটা হল, আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন না ঘটা পর্যন্ত কি জনসংখ্যার প্রশ্নে পৃথিবীর দরিদ্রতর দেশগুলি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? বিকাশের বাঞ্ছিত স্তরে পৌঁছানোর কাজটি তাদের পক্ষে দুরূহ হবে যদি সেসব দেশকে বিরাট জনসংখ্যার বোঝা বইতে হয়, জনসমষ্টির খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের আশু প্রয়োজন মেটাতেই ব্যস্ত থাকতে হয়। এ কারনেই আমরা মনে করি পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে জনসংখ্যা নিয়ে রাষ্ট্রিক উদ্যোগের প্রয়োজন না থাকলেও তৃতীয় বিশ্বের দেশের ভেতরে অবশ্যই সে প্রয়োজন রয়েছে। তবে এ-নিয়ে জোর জবরদস্তির পরিবর্তে মানুষের শুভবুদ্ধি যাগ্রত করে, তাদের পূর্ণ সহযোগিতা নিয়ে জনসংখ্যানীতি রূপায়ণকেই আমরা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com